খুচরো কথা -১১

অমর্ত্য সেনের বাংলা এবং ....

নন্দিনী হোসেন

৪ ডিসেম্বর ২০০৬

গত শুক্রবার বিকেল সাড়ে ছ'টায় একটা সেমিনারে দর্শক, শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। সৌভাগ্য শব্দটি বলছি এ কারণে যে সেখানে চিন্তার অনেক খোরাক ছিল - জানার এমন সব বিষয় ছিল যা আমাদের অনেকেরই মোটাদাগে জানা থাকলেও তেমন করে তলিয়ে দেখা হয়ত হয়নি কখনও । সেদিক থেকে আমাদের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে। তারপর ও বলব আমাদের জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশের বাংগালীদের জন্য কিছু লজ্জার ও কারণ ঘটেছিল সেদিন। বিস্তারিত বিষয়ে পরে আসছি আগে সেমিনার এর পরিচিতি পর্ব সেরে নেই। আয়োজনে ছিল যৌথভাবে ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং গার্ডিয়ান। বিষয়বস্তু, Faith, nation, culture: What Bengal's history tells us about living with multiple identities.

বক্তারাও সব বিখ্যাত জন। চ্যানেল ফোরের সাংবাদিক জন স্নো এর পরিচালনায় আলোচনায় অংশ নেন অমর্ত্য সেন, এম জে আকবর, জয়া চ্যাটার্জী, নেইল ম্যাকগ্রেগর এবং তোফায়েল চৌধুরী। অমর্ত্য সেনের পরিচয় দেবার কিছু নেই। এম জে আকবর ও স্বনামেই খ্যাত, ভারতের বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক। জয়া চ্যাটার্জী লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে আন্তর্জাতিক ইতিহাস পড়ান। তা ছাড়াও বর্ডার, রেফ্যুজি এবং বাংলায় সংখ্যালগু ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অনেক কাজ আছে। আরও যে দু'জন ছিলেন তাঁরা হলেন নেইল ম্যাকগ্রেগর ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ন্যাশনাল আর্টগ্যালারীর ভুতপূর্ব ডিরেক্টর। বর্তমানে অক্সফোর্ডের নিউ কলেজ, লন্ডন ইউনিভার্সিটির ব্রিকবেক কলেজ এবং ব্রিটিশ একাডেমীর অনারারী ফেলো। তোফায়েল চৌধুরী একজন ব্রিটিশ বাঙ্গালী, যিনি ছিলেন সব চেয়ে কমবয়সী বক্তা । জন্ম বাংলাদেশে হলেও বেড়ে উঠা শিক্ষা দিক্ষা সবই ব্রিটেনে। তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন সহ আরও নানা বিষয় নিয়ে কাজ করেন।

যাই হোক। সেদিন, বিষয়বস্তু এবং বক্তাদের সম্মিলিত গুণেই জমে উঠেছিল আলোচনা। অমর্ত্য সেনের মতে বাংলায় সবকিছুই ভালো ! তিনি যেভাবে সব বর্ণনা করছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল বাংলা (বাংলাদেশ, পশ্চিমবংগ) এক স্বপ্নের আবাস ! মোদ্দা কথা সেখানে সংখ্যালগুরা পাশাপাশি খুবই সৌহার্দ পূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছে যুগ যুগ ধরে। তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছে তিনি বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে বহু দুরে এক স্বপ্ন রাজ্যে বাস করেন। যেখানে কোন মালিন্য নেই আথবা থাকলেও তা ধতর্ব্যের মধ্যেই পরে না। স্বাভাবিক ভাবেই অন্যেরা তাঁর সাথে সম্পুর্ণভাবে একমত পোষণ করেননি। জয়া চ্যাটার্জী যথার্থই বলেছেন অমর্ত্য বাংলা ভূখন্ড বিষয়ে এক ইল্যুশনের ভিতর বাস করেন। তাঁর কথাবার্তায় নষ্টালজিক ছোঁয়া ছাড়া বাস্তবতা অনুপস্থিত। এম যে আকবর ও এ বিষয়ে তাঁর সাংবাদিক সুলভ ভঙ্গিতে ইতিহাসের পাতা থেকে ছেঁকে তুলেন অনেক জানা অজানা তথ্য। হিন্দু মুসলিম সম্পর্কই প্রাধান্য পায় তাঁর কথায়, যার বেশীরভাগই তেমন একটা সুখকর নয়। তাঁর কথাবার্তার বেশীরভাগ অংশই ছিল উপমহাদেশের রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের ঘিরে। আর তোফায়েল হচ্ছেন এ প্রজন্মের প্রতিনিধি। তিনি ব্রিটেন সহ ইউরোপে বাংগালী মুসলমানদের বর্তমান পরিচয় সংকট নিয়েই কথা বলছিলেন বেশী। ইতিহাসের পাতা নয় বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাই তাঁর কথায় প্রতিধ্বণিত হচ্ছিল বার বার।

এবার আসছি আমাদের বাংলাদেশীদের জন্য কেন লজ্জার ছিল সে বিষয়ে। যখন দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে থেকে প্রশ্ন আহ্বান করা হচ্ছিল তখন, বাংলাদেশের শ্রোতারা স্বাভাবিক ভাবেই বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করায় - এই বিষয়ে বক্তাদের মুখ থেকে কিছু শুনতে উস্কুস করছিলেন। কিন্তু, দেখা গেলো বক্তাদের প্রায় সবাই এ বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন শুধু নয় - এম জে আকবর হাত তুলে হাস্যরসের সাথে শুধু তিনটি নাম উচ্চারণ করলেন হাসিনা,খালেদা আর হিন্দুদের গডেস মা কালি ! টুকরো মনতব্য আর যা শুনলাম তা হচ্ছে বাংলাদেশের সমস্যার কোন নাম নেই ! শুধুই খালেদা হাসিনার ঝগড়া ! আমাদের দেশের রাজনীতি বিশেষ করে বর্তমান রাজনীতি নিয়ে প্রায় সবার মুখেই এখন এই একটি কথা শুনি। পরিচিত অপরিচিত জন বা যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে ঘুরে ফিরে সবাই বিশেষ করে যাদের কোন দলের প্রতি রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নেই তারা বলেন এই দুই মহিলার জন্যই দেশটা আজ রসাতলে যাচ্ছে। এর মধ্যে যাঁরা পুরুষ তাঁরা বলেন আরও রসিয়ে রসিয়ে, ছিঁবিয়ে ছিঁবিয়ে !

সেও অনেকটা সয়ে যায়। কারণ আমরা বাংলাদেশের বাঙ্গালীরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি কিন্তু, এই ধরনের সেমিনারে একই কথা একই ভংগীতে বলা এবং হাস্যরসের সৃষ্টি হওয়াটা সত্যি আমাদের জন্য দূর্ভাগ্যজনক ! হাসিনা আর খালেদা ! খালেদা আর হাসিনাতেই সব সীমাবদ্ধ ! নামহীন সমস্যা ! সত্যি কি তাই ? কবে আমরা অন্যের হাস্যরসের উপকরণ হওয়া থেকে মুক্তি পাবো ? বেলা তো কম হলো না। এবার কি আমরা আরেকটু পরিণত মন মানসিকতার রাজনীতি উপহার পেতে পারি না ? আমাদের রাজনীতিকদের কাছে বিজয়ের এই মাসে এটুকুই আমাদের প্রত্যাশা । তাঁদের কাছে খুব বেশী তো কিছু আমাদের চাওয়ার নেই, ছিল না কখন ও।